



## 50758 - মুসাফরিরে জন্য কখন রোযা ভঙ্গ করা হারাম

### প্রশ্ন

মুসাফরিরে জন্য কখন রোযা ভঙ্গ করা হারাম? কারণসহ।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার দলিলি প্রমাণ করছে যে, মুসাফরিরে জন্য রমযানরে দিনরে বলোয় রোযা না-রাখা জায়যে। আল্লাহ তাআলা বলনে, “আরকডেঅসুস্থথাকলকেথিবা সফরে থাকলঅন্যসময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আরও জানতে দেখুন [37717](#) নং প্রশ্নোত্তর।

ফকাহবিদিগণ উল্লেখ করছেন যে, ঐ মুসাফরিরে জন্য রোযা না-রাখা বধৈ যনি নামায কসর করা যায় এমন দূরত্বে সফর করনে এবং সটো যদি বধৈ সফর হয়। আর কারো সফর যদি নামায কসর করার মত দূরত্বে না হয় কথিবা তার সফর কোনে গুনাহর কাজে হয় সক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ করা বধৈ হবে না।

অনুরূপভাবে কডে যদি রোযা না-রাখার জন্য সফর করে সক্ষেত্রে তার জন্য সফর ও রোযা ভঙ্গ করা উভয়টা হারাম।

নামায কসর করার দূরত্ব অধিকাংশ আলমেদরে মতে, চার মনজলি তথা প্রায় ৮০ কঃমিঃ। কোনে কোনে আলমেরে অভিমিত হচ্ছে, দূরত্বটা বিবেচ্য নয়; বরং মানুষ যটোক সফর হিসিবে আখ্যায়তি করে সটোই বিবেচ্য।

দেখুন [38079](#) নং প্রশ্নোত্তর।

গুনাহর ক্ষত্রে সফরকারী ব্যক্তরি জন্য সফররে ছাড়গুলো (যমেন- নামায কসর করা) গ্রহণ করা বধৈ হবে না- এটি মালকৌ, শাফয়ৌ ও হাম্বলী মাযহাবরে অভিমিত।[দেখুন: আল-মুগনী ২/৫২]

তারা এ অভিমিতরে কারণ দর্শান এভাবে যে, রোযা না-রাখাটা একটা ছাড়। গুনাহর কাজে সফরকারী ব্যক্তি এ ছাড় পাওয়ার হকদার নয়। তাদের মধ্যে কডে কডে এ আয়াত দিয়ে দলিলি দনে: “তবে যে ব্যক্তি নিরিপায় হয়ে অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ব্যতীত এগুলো গ্রহণ করে, তার কোনে গুনাহ হবে না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৭৩] আয়াত থেকে তাদের মতরে পক্ষে দলিলি গ্রহণরে প্রক্রিয়া হচ্ছে- নিরিপায় ব্যক্তি অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী হলে আল্লাহ তাআলা তার জন্যে মৃত প্রাণীর গশেত



খাওয়া হালাল করেননি। যহেতে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী হচ্ছে পাপী। তারা বলেন: غلب (অবাধ্য) হচ্ছে – খলফার বরিদ্ধে বদিরোহকারী। আর ۱۷۷ (সীমালঙ্ঘনকারী) হচ্ছে- ডাকাত।

আর হানাফি আলমেদরে মতে, গুনাহগার হলও তার জন্য সফররে ছাড় যমেন, রোযা না-রাখা, নামায কসর করা ইত্যাদি গ্রহণ করা বধৈ। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িয়ারও অভিমিত। [দখুন: আল-বাহরুর রায়কে (২/১৪৯), মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/১১০)।

এ মতাবলম্বীরা জমহুর বা অধিকাংশ আলমে যে আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছেন তা মনে নেননি। তারা বলেন: আয়াতে الباغی (অবাধ্য) হচ্ছে সেই ব্যক্তির হালাল-খাদ্য খাওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে হারাম খাবার অনুব্ধেণ করে। আর المعتدی (সীমালঙ্ঘনকারী) হচ্ছে- যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে যতটুকু না হল নেয় এর চয়ে বশেি পরমিাণ ভক্ষণ করে।

আর যে ব্যক্তি রোযা না-রাখার জন্য সফর করে সে তো ইসলামী শরয়িতরে সাথে ছল-চাতুরী করে। এজন্য তার শাস্তি হচ্ছে, তার ছল-চাতুরীর বপিক্ষে বধিান দয়ো।

হাম্বলিমায়হাবরে ‘কাশশাফুল ক্বনি’ (২/৩১২) গ্রন্থে বলা হয়ছে:

“যদি কটে রোযা না-রাখার জন্য সফর করে তার উপর উভয়টা হারাম হবে অর্থাৎ সফর করা ও রোযা ভঙ্গ করা। কারণ তার সফর করার আর কোন কারণ নহে; রোযা ভঙ্গ করা ছাড়া। রোযা ভঙ্গ করা হারাম হওয়ার কারণ হল যহেতে তার রোযা ভঙ্গ করার বধৈ কোন ওজর নহে। আর সফর করা হারাম হওয়ার কারণ হল, কেননা সটো রোযা ভঙ্গ করার একটা হারাম কৌশল।”[সংক্ষপেতি ও পরমিার্জতি]

মুসাফরিরে জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করা বধৈ হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার শহররে দালান-কোঠা কথিবা নজি গ্রামরে সীমা অতিক্রম না করে। এর পূর্ববে রোযা ভাঙ্গা হারাম। কেননা সে তখনও মুকীম। আরও জানতে দেখুন 48975 নং প্রশ্নোত্তর।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মুসাফরিরে জন্য নমিনোক্ত স্থানে রোযা ভঙ্গ করা হারাম:

১। যদি তার সফর নামায কসর করার সমান দূরত্বে না হয়।

২। অধিকাংশ আলমেরে মতে, যদি তার সফর কোন বধৈ কারণরে পরপিরক্ষেতিে না হয়।

৩। যদি সে রোযা ভঙ্গ করার জন্য সফর করে।

৪। যদি সে সফর শুরু করে, কনিতু তার গ্রামরে বাড়ী-ঘর কথিবা তার শহর অতিক্রমরে আগহে রোযা ভঙ্গে ফলেতে চায়।



৫। অধিকাংশ আলমেরে মতে, পএঃচম অবস্থা হচ্ছ- যদি কউে য়ে স্থানরে উদ্দেশ্যে সফর করছে সে স্থানে পৌঁছে যায় এবং সখোনে চারদনিরে বশেি থাকার নয়িত করে। অন্য একদল আলমেরে মতে, মুসাফরি ব্যক্তি যতদনি মুসাফরি অবস্থায় থাকবে ততদনি তিনি সফররে ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারবনে, সে অবস্থান যত লম্বা সময় হোক না কনে। আরও জানতে দেখুন 21091 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জাননে।